ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮৪৩
আগরতলা, ২১ জুলাই, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে 'স্যন্দন পত্রিকায়' প্রকাশিত খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর সম্পর্কিত সংবাদ দপ্তরের দৃষ্টি গোচরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিটি সংবাদ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য ভিত্তিক স্পষ্টিকরণ জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে, যা বিস্তারিতভাবে নিম্নে দেওয়া হল:

প্রতি বছর গনবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরনের জন্য রাজ্য সরকার খোলা বাজার থেকে দরপত্রের মাধ্যমে চিনি, লবণ, মসুর ডাল কিনে রেশন শপের মাধ্যমে সরবরাহ করে থাকে। গত ৩১শে মে, ২০২৫-এ চিনির সাপ্লাইয়ার এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি শেষ হয়ে যায়। এর ফলে খাদ্য দপ্তরের কাছে পর্যাপ্ত পরিমানে চিনি না থাকায় চলতি জুলাই মাসে সবগুলি রেশন দোকান গুলিতে চিনি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দপ্তরের পক্ষ থেকে চিনির নতুন সাপ্লাইয়ার নিযুক্ত করার ব্যাপারটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং তা খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। নতুন সাপ্লাইয়ার নিযুক্তির পর রাজ্যে গনবন্টনের জন্য চিনি এসে পৌছালে বকেয়া মাসের বরাদ্দ সহ চিনি রেশনশপের মাধ্যমে ভোক্তাদের বিতরণ করা হবে।

রেশনশপের মাধ্যমে যে মসুর ডাল ভোক্তাদের বিতরণ করা হয় তা বহিঃরাজ্য থেকে আমদানী করা হয়। বর্ষাকালে রেলের মাধ্যমে রাজ্যে ডাল আমদানী করার সময় বৃষ্টির জলে অনেক সময় ডাল ভিজে যাওয়ায় কারণে কিছু কিছু ব্যাগের ডাল নষ্ট হয়ে যায়। দপ্তরের পক্ষ থেকে এই খারাপ ডাল সাপ্লাইয়ারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যদি কোন রেশন শপে এই খারাপ ডাল পৌঁছে থাকে তা দপ্তরের তরফে পরিবর্তন করে নতুন ভালো ডাল দেওয়া হবে।

গনবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বছরে চার বার ভোক্তাদের কার্ড পিছু এক লিটার করে সরিষার তেল ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করার রাজ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, খাদ্য দপ্তর গত ২০২৩ সালের তৃতীয় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) থেকে রেশন শপে সরিষার তেল সরবরাহ শুরু করা হয়। পরবর্তী কোয়ার্টার-এর বরাদ্দ সরবরাহের ব্যাপারটি বর্তমানে রাজ্য সরকারে বিচারাধীন রয়েছে।

রাজ্যে গনবন্টনের মাধ্যমে সাধারণত রান্নার কাজে ও আলো জ্বালানোর জন্য বিতরণ করা কেরোসিন তেল ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়ের দ্বারা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের গনবন্টনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই বরাদ্দের পরিমাণ ত্রৈমাসিক ২২৮০ কিলোলিটার এবং সে অনুযায়ী এই বরাদ্দকৃত তেল রাজ্যের গ্রামীণ ও শহর এলাকার সকল রেশনকার্ডধারী পরিবারের মধ্যে সমভাবে জনপ্রতি ত্রৈমাসিক ৬০০ মিলিলিটার হারে বরাদ্দ করা হয়।

****২ য় পাতায়

এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু কেরোসিন তেল জ্বালানি হিসাবে পরিবেশ বান্ধব নয় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর খারাপ ফেলে, ভারত সরকার ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে কেরোসিনের ব্যাবহার হ্রাসে উৎসাহিত করতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ প্রদান করা, সৌভাগ্য যোজনায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ইত্যাদি। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সকল রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য গনবন্টনের অধীনে কেরোসিনের ত্রৈমাসিক বরাদ্দ ২০১০-১১ সাল থেকে ক্রমাগত কমিয়ে আনা হচ্ছে।

গনবণ্টনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত কেরোসিন তেলের মূল্য সংশ্লিষ্ট তৈল কোম্পানী তথা আইওসিএল দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিগত ২০১০ সাল থেকে পেট্রোপন্যের মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রন তুলে নেওয়ার কারনে সেই সময় থেকে দেশের তৈল কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক বাজার দরের উপর ভিত্তি করে কেরোসিন সহ সকল পেট্রোপন্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারন করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তৈলের ক্রমাগত মূল্য পরিবর্তনের কারণে তৈল কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুযায়ী পেট্রোপন্যের মূল্য নির্ধারনের কারণে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত আমাদের রাজ্যেও কেরোসিন তৈলের মূল্য পরিবর্তিত হয়। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে গনবন্টনের অধীনে সদর মহকুমায় কেরোসিনের তেলের মূল্য লিটার প্রতি ৫৬.১০ টাকা তবে এই মূল্য অন্যান্য মহকুমায় দূরত্ব অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যের রেশন শপ ডিলারদের আর্থিক উন্নতির জন্য রেশন দোকানের মাধ্যমে গণবন্টন সামগ্রী ছাড়া অন্যান্য প্যাকেটজাত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে, রেশন ডিলাররা তাদের পছন্দমতো যেকোন কোম্পানির গুড়া মশলা বিক্রি করতে পারে তাতে দপ্তরের কোন বাধ্যকতা নেই।

******